মেহেরপুরে রাতে যৌন নির্যাতনের কথা। সকালে মিলল ঝুলন্ত মরদেহ

শারীরিক ও বারবার যৌন নির্যাতনের চেষ্টা চালাচ্ছে দেবর। রাতে মায়ের কাছে মোবাইল ফোনে এমন কথা জানানোর পর সকালে ঘরের আড়ার সাথে মিললো প্রবাসীর স্ত্রী মলিনা আক্তারের (২৩) ঝুলন্ত মরদেহ।

মলিনা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের রহিদুল ইসলামের মেয়ে ও একই উপজেলার আলমপুর গ্রামের প্রবাসী সন্টু মিয়ার স্ত্রী। সে এক সন্তানের জননী।

আজ শুক্রবার (২০ মে) সকাল ১০ টার দিকে তার ঘরের আড়া থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেন সদর থানা পুলিশ। মলিনা আক্তারের দুই বছর বয়সী সুমাইয়া খাতুন নামের একটি মেয়ে আছে।
মলিনা আক্তারের মামা জনিরুল ইসলম অভিযোগ করে বলেন, তার স্বামী সন্টু মিয়া প্রবাস জীবন যাপন করছেন। গতরাতে মলিনা আক্তার তার মাকে ফোন করে বলেছিল তার দেবর আলামিন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করতে পেয়ে আমাকে প্রায় দিন মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করছে। আজ রাতেও সে আমাকে যৌণ নির্যাতনের চেষ্টা করেছে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও তোমরা।

রাতে কথা বলে সে ফোন রেখেছে। সকালে খবর পেলাম মলিনার মরদেহ ঝুলছে ঘরের আড়ার সাথে। পরে সদর থানা পুলিশকে খবর দিলে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপতাল মর্গে নেন পুলিশ। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা খান বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মত্যুর কারন জানা যাবে। তবে, এঘটনার পর মলিনার দেবর আলামিন হোসেন পলাতক রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের” অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা ও অফিস পরিদর্শন করলেন

জেলার একমাত্র সরকারি মিডিয়া তালিকাভূক্ত দৈনিক “মেহেরপুর প্রতিদিনের” অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা ও অফিস পরিদর্শন করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক (বিজ্ঞাপনও নিরীক্ষা) রোকসানা আক্তারের নেতৃত্বে একটি টিম।
আজ শুক্রবার (২০ মে) দিনব্যাপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে এসে বিভিন্ন খাতাপত্র নিরীক্ষা ও অফিস পরিদর্শন করেন তারা।
এসময় উপপরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) তৌফিকুল ইসলাম, ইন্সপেক্টর অ, ফ, ম মঈনুল ইসলাম ও অফিস সহকারী আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে অফিসে পৌছালে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, প্রতিবেদক সিরাজুদ্দোজা পাভেল, এস এ সাদিক, সাকিব হাসান রুদ্র ও অফিস সহকারী আসিফ ইকবাল শুভ উপস্থিত ছিলেন।
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক (বিজ্ঞাপনও নিরীক্ষা) রোকসানা আক্তার অফিস পরিদর্শনের সময় অফিস ব্যবস্থাপনা ও খাতা পত্র দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের সার্বিক মঙ্গল ও সফলতা কামনা করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের মুজিবনগর পরিদর্শন

বাংলাদেশ স্কাউটস, এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগ এর আয়োজনে, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন

স্কাউটদের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি বিজড়িত স্থান মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছে।

গত বৃহস্পতিবার ঢাকাস্থ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দপ্তর থেকে যাত্রা করে বিকেলের মুজিবনগরে এসে পৌঁছায় স্কাউটস দলটি। এসময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার তাদের স্বাগত জানান।

মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে রাত্রি যাপনের পর আজ শুক্রবার সকালে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স এর মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখানো হয়।

পরে জেলা পরিষদ ডাকবাংলো সূর্যোদয়ের সামনে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক মুজিবনগর সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহকারী পরিচালক (এক্সটেনশন স্কাউটিং ও সংগঠন) ফরিদ উদ্দিন এর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার।

বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় উপ কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং) আবু হান্নান, বাংলাদেশ স্কাউটস মুজিবনগর উপজেলা সম্পাদক মোবারক হোসেন বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস জাতীয় উপ কমিশনার এক্সটেনশন স্কাউটিং মোহাম্মদ ইয়াছিনুর রহমান রাকিব, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ স্কাউটস এর ঝিনাইদহ জেলার সহকারী পরিচালক দয়াময় হালদার,রজিনা আক্তার।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস এর এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের আওতায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউটদের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহনের জন্য স্কাউটিং কার্যক্রম পর্যালোচনা করে ৩৯ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন স্কাউট, ০৪ জন সহায়তাকারী রোভার এবং ০৮ জন লিডারসহ মোট ৫৬ জন কে অংশগ্রহণকরেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স পরিদর্শন শেষে আগামীকাল শনিবার সকালে স্কাউট

বৃন্দ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ পরিদর্শনের জন্য মুজিবনগর ত্যাগ করবেন।

হরিনাকুন্ডুতে পুকুরে মাছধরাকে কেন্দ্রকরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আহত ৯

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ৭ নং রঘুনাথপূর ইউনিয়নের কালাপাড়িয়া সরকারী আশ্রয় প্রকল্পঃ (আবাসনের) পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মোছাঃ রেশমা খাতুন সহ ৯ জন আহত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রেরণ করেন। এর মধ্যে চম্পা খাতুন নামে এক মহিলা তার ছেলের মাথায় আঘাত করা দেখে স্ট্রোক করেন এবং অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

সংঘর্ষে আহত হয়েছেন, মোঃ মামুন আলী (২৭),। নাজমা খাতুন (৪০), রিমা খাতুন (২৫), চায়না খাতুন (৪৫),মনোয়ারা খাতুন (৫৫), রেশমা খাতুন (২৩), সাঈদ (২২), ও লালন(১৯)।

আহতদের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা রেশমা খাতুন, নাজমা খাতুন ও মামুন বর্তমানে হরিণাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তির পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। অনান্য আহতদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসা নিয়ে নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সরেজমিনে যেয়ে জানা যাই আহত অন্তঃসত্ত্বা রেশমা ও নাজমা বলেন, গত বিশ বছর পূর্ব থেকে কালাপাড়িয়া আবাসনের পুকুর ও আংশিক জমি নিয়ে স্থানীয় আমিরুল ইসলাম ওরফে (মন্টু) নামের এক ব্যাক্তির সাথে সরকারের মামলা চলমান রয়েছে।

এই জমি ও পুকুর নিয়ে আবাসন প্রকল্পের বাসিন্দাদের মধ্যে দুটি

পক্ষ রয়েছে। এক পক্ষ জমি ও পুকুরের দাবীদার আমিরুলের পক্ষে এবং অন্য পক্ষ সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আছে।

এসময় আহত মামুন জানায়, গত বৃহস্পতিবার আনুমানিক ৯.টার সময় জামালের ছেলে সাঈদ, মন্টুর ছেলে আকাশ, ইসলামের ছেলে (বহিরাগত) লালন ও শরাফতের ছেলে রাসেল সহ বেশ কয়েকজন ঐ পুকুরে মাছ ধরতে যায়।

এদিকে ঐ মাছ ধরার খবর পেয়ে আবাসনের জমি ও পুকুরের দাবীদার আমিরুল ইসলাম সহ কিছু স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরের পাড়ে উপস্থিত হোন। দুপুর ১ টার সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি করার এক পর্যায়ে মামুন আলীর ফুপাতো ভাই রজোপ আলি সাইদের মাথায় আঘত করলে তাদের মধ্যে গোলযোগ শুরু হয় এতে উভয় পক্ষের ৯ জন আহত হয়।

হরিণাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ জামিনুর রশিদ জানান, আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসে মহিলা সহ ৪ জন ভর্তি হয়, বাকীরা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ীতে ফেরত যায়।

এ ঘটনায় থানা অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম মাছ ধরাকে কেন্দ্রকরে গোলযোগের ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, মূলত গোলযোগে চম্পা খাতুন ও তার ছেলে মামুন আহত হয়েছে বাকীরা মামলা থেকে বাচার জন্য আহত না হয়েও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তিনি আরও জানান অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শেষ রক্ষা হলোনা গাংনীর সিহাবের

মামলা থেকে বাঁচতে গার্মেন্টস কর্মী হয়েছিলেন সিহাব। প্রায় ৫ মাস আগে পাড়ি জমিয়েছিলেন ঢাকাতে। ঢাকার একটি গার্মেন্টেস ফ্যাক্টরিতে চাকুরীও নিয়েছিলেন তিনি।
পুলিশের দায়ের করা করা একটি গাঁজা মামলায় গত বুধবার ১৮ মে মেহেরপুর কোর্টে হাজিরা দিতে বাড়ি এসেছিলেন তিনি।
কোর্টে হাজিরা দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দুরপাল্লার বাসে করে আবারও কর্মস্থলে ফিরছিলেন সিহাব। পথিমধ্যে কুষ্টিয়ার

বারমাইল নামক স্থানে শ্যামলী পরিবহনের ওই বাসটি একটি ক্রেনের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতে সিহাব হোসেন মারা যান।
শ্যামলী পরিবহন (এনআর) এর সুপারভাইজার আলমগীর জানান, বারমাইল তেল পাম্পের কাছে আসা মাত্রই বিপরীত থেকে আসা একটি ক্রেনের সাথে সরাসরি ধাক্কা লাগে। এতে মারা যায় সিহাব হোসেন নামের ওই যাত্রী। সিহাব হোসেন গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে।
উল্লেখ্য, সিহাব হোসেন গাঁজাসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। এঘটনায় পুলিশ তার নামে মামলা দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণ করে। পরে সে এলাকা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে একটি গার্মেন্টস কারখানায় চাকুরি নিয়ে প্রায় ৬ মাস ঢাকাতে বসবাস করছিলেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘন্টায় ৪ জন আসামী গ্রেফতার হয়েছে।
এদের মধ্যে জিআর মামলায় ২ জন, সিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জন।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩ জন ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেন।
আজ শুক্রবার (২০ মে) সকালে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কন্ট্রোল রুম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে এ অভিযান পারিচালিত হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।

আবহমান বাংলার চিরায়ত রুপ

সারা বছর যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে. শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরে কঠিন মাটির বুকে সোনার ফসল ফলায়। তারা আমাদের দেশের কৃষক। তাদের শ্রমে ও ঘামে মানুষের খাদ্য উৎপাদন হয়।
তাইতো কবি বলেছেন,
“গাহি তাহাদের গান,
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান”
আবহমান বাংলার চিরায়ত রুপের এই ছবিটি মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলার চোখতোলা মাঠ থেকে তোলা হয়েছে।
ছবি ও ক্যাপশন জুলফিকার আলী কানন

পারিবারিক কলহের জেরধরে এক কিশোরীর আত্মহত্যা

দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর কলাবাড়ি গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে মনিকা নামের এক কিশোরী নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে।

থাান সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার ৪ নং জুড়ানপুর ইউনিয়নের রামনগর-কলাবাড়ি গ্রামের মনিরুল ইসলামের মেয়ে কিশোরী স্কুল ছাত্রী মনিকা খাতুন (১৪) পারিবারিক কলহের জের ধরে আত্মহত্যা করেন।

বৃহস্পতিবার আনুমানিক ৯টার দিকে নিজ বাড়িতে গলায় রশি দিয়ে ঐ কিশোরী আত্মহত্যা করেন। একপর্যায়ে বাড়ির লোকজন টের পেয়ে তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক খালিদ হাসান তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। আজ নিহতের ময়নাতদন্তে শেষে দাফন সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ জানিয়েছেন, পারিবারিক কলহের জেরে মনিকা নামের এক কিশোরী নিজ বসত বাড়ির বাতরুমে আড়ার সাথে রশি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। নিহতের মরদেহটি

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। আজ ময়নাতদন্তে শেষে লাশ দাফন করা হবে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের মোদাচ্ছেরসহ শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ৪ হোতা গ্রেপ্তার

হিডেন স্পাই ওয়্যারলেস কিট ব্যবহার করে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া সিন্ডিকেটের হোতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

এর মধ্যে একজন হচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার মৃত গোলাম মোস্তফা বিশ্বাসের ছেলে মো. মোদাচ্ছের হোসেন। তিনি মুজিবনগর সমাজসেবা অফিস থেকে ২০১৯ সালে অবসর নেন। বাকি ব্যক্তিরা হলেন- চক্রের হোতা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মো. আমির হোসেনের ছেলে মো. ইকবাল হোসেন, তার সহযোগী গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর সেকেন্দার আলীর ছেলে রমিজ মৃধা, একই উপজেলার মৃত আব্দুল মান্নান তালুকদারের ছেলে মো. নজরুল ইসলাম।

বুধবার রাতে রাজধানী ও এর আশপাশে এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে বেশকিছু ডিভাইস ও আলামত উদ্ধার করা হয়। এই ব্যাপারে বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানান সংস্থাটির পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম শাখা) কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

সংবাদ সম্মেলনে খন্দকার আল মঈন জানান, সম্প্রতি কিছু অসাধু ব্যক্তি/সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সুকৌশলে ফাঁস করে হিডেন স্পাই ওয়্যারলেস কিট ব্যবহার করে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা দিয়ে চাকরি প্রার্থী এবং তাদের

অভিভাবকদের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আসছে ২০ মে অনুষ্ঠেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রতারক চক্রগুলো তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে মর্মে র্যাব গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারে। এসব চক্রকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে র্যাব তাদের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে।

তিনি জানান, এরই ধারাবাহিকতায় গত রাত ১টার দিকে র্যাব-২ এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে খন্দকার আল মঈন জানান, প্রথমে তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে ওই নিয়োগ পরীক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার স্থান ও পরীক্ষার গার্ড সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। এ সময় চক্রের অন্যান্য সদস্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারি/বেসরকারি চাকরি প্রত্যাশিদের খুঁজে বের করে ১০-১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাস এবং চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তার মাধ্যমে তাদেরকে প্রলোভন দেখাত। পরবর্তীতে আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের কাছে উদ্ধারকৃত ডিভাইসগুলো প্রদান করে এর ব্যবহার বিধি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিকভাবে ১/২ দুই লাখ টাকা জামানত হিসেবে গ্রহণ করত। অবশিষ্ট টাকা চাকরি পাওয়ার পরে পরিশোধ করবে মর্মে চুক্তি করত। এভাবে তারা বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

তিনি আরও জানান, বিদেশ থেকে আনা এই ডিভাইসগুলো মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত। ডিভাইসটির একটি অংশ পরীক্ষার্থীদের কানের ভেতর এবং অটোমেটিক কল রিসিভ হওয়ার সিম লাগানো অপর অংশটি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে তাদের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করাত। পরবর্তীতে পরীক্ষার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের নিকট পাঠাত। চক্রটি প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি টিম প্রস্তুত রাখত। পরীক্ষার হল থেকে পাঠানো প্রশ্নপত্রের উত্তরসমূহ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে খুঁজে বের করে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের বলে দিত।

র্যাব জানায়, চক্রের হোতা ইকবাল ২০০৮ সালে সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পায়। নিজ এলাকায় শিক্ষকতা করছিলেন। এরই মধ্যে ২০১৫ সালে একই এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী আলতাফ হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মূলত আলতাফের কাছেই বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি রপ্ত করে। পরবর্তীতে আলতাফ মারা গেলে তিনি নিজেই চক্রটি পরিচালনা করা শুরু করেন। তার বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা এবং বেশ কয়েকটি সাধরণ ডায়েরি (জিড) রয়েছে।

গ্রেপ্তার রমিজ এই প্রতারক চক্রের অন্যতম সহযোগী এবং একটি হত্যা মামলার পলাতক আসামি। গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে থাকার সময় ২০২০ সালে ইকবালের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকায় তাকে এই প্রতারক চক্রের সদস্য করেন ইকবাল।

আর নজরুল ১৯৯৪ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরে অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরিতে যোগদান করেন। নজরুল এবং রমিজের বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় তারা একে অপরের পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ইকবাল ও রমিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন তিনি।

মোদাচ্ছের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার সমাজসেবা কার্যালয় থেকে সমাজসেবাকর্মী হিসেবে ২০১৯ সালে অবসর নেন। তিনিও সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের খুঁজে বের করে ইকবাল ও রমিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

অনলাইন জুয়ার নিউজে চ্যানেল ২৪ এর সেরা রিপোর্টার রাশেদ

অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে নিউজ করে চ্যানেল ২৪ এর সেরা রিপোর্টার হলেন স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান।

এপ্রিল মাসে সারা দেশ ও ঢাকার রিপোর্টারদের প্রচারিত রিপোর্টের মধ্যে মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার নিউজটি নজর কাড়ে চ্যানেল ২৪ কতৃপক্ষের। চ্যানেল ২৪ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তরুণ চক্রবর্তি ও নির্বাহী পরিচালক তালাত মামুন সেরা রিপোর্টার হিসেবে তাকে নির্বাচিত করেন।

উল্লেখ্য, অনলাইন জুয়ার আদ্যোপান্ত নিয়ে গত ১৫, ১৬, ১৭ এপ্রিল ও ১৮ মে ধারাবাহিক প্রতিবেদন চ্যানেল ২৪ এ প্রচারিত হয়। প্রতিবেদনে চ্যানেল ২৪ এর স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান অনলাইন জুয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেন এবং এর নেপথ্যের কারিগরদের সামনে আনেন। প্রতিবেদনটি প্রচারিত হলে নজর কাড়ে সকলের।